দৈনিক খবর

তারিখ 30 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ছাত্রাবাসে বিপুল দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন

ঢাকা মেডিক্যালে সংঘর্ষঃ বোমাবাজি ছাত্রলীগের ৪ কর্মী আহত

।।স্টাফরিপোর্টার।।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের সমর্থক ও কর্মীদের ওপর ছাত্রদল কর্মীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলার সময় ব্যাপক বোমা ও গুলী ছোঁড়া হয়। এতে ছাত্রলীগের ৪ জন কর্মী আহত হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ঐ ছাত্রাবাসে বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। তবে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজের খবর পাওয়া গেছে।

মেডিকেল কলেজের একাধিক সূত্র বলেছে, কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সোহেলকে নিয়েই এ ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। সোহেল প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর সে ছাত্রলীগে যোগ দেয়। ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের ২৮ নম্বর রুমে সে থাকতো। পরবর্তীতে সোহেল

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

মেডিকেলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুনরায় সংগঠন পাল্টিয়ে ছাত্রদলে যোগ দেয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্রদলের মাসুদ, সালাম ও কায়েসসহ ১৫/২০ জন ছাত্র সোহেলকে ২৮ নম্বর রুম থেকে বের করে ছাত্রদল সমর্থিত রুমে নেয়ার চেষ্টা চালায়। ছাত্রদলের কয়েকজন কর্মী ২৮ নম্বর রুম থেকে সোহেলের মালামাল সরিয়ে নেয়ার সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা ২/৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছুঁড়ে চলে যায়। এরপর ছাত্রাবাসে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। রাত ১১টার দিকে ছাত্রদলের সমর্থকরা কমান্ডো স্টাইলে পুনরায় সোহেলের রুম থেকে মালামাল সরিয়ে নেয়ার জন্যে আসে। তখন ছাত্রলীগের কর্মীরা পুনরায় বাধা দিলে শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি ও ফাঁকা গুলী। ঐ সময় ছাত্রলীগের কর্মী বশির আহমেদ (২৩), এন্ডু বিশ্বাস (২১), উজ্জ্বল মিত্র (২৩) ও জিয়া হাসান তুহিন (২৩) বোমার আঘাতে আহত হয়। ছাত্রাবাসের ৩০ নম্বর রুমের বারান্দায় এ সংঘর্ষ প্রায় ১৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। সোহেলকে ১৯ নম্বর রুমে সীট দেয়ার কথা ছিল। তবে হাঙ্গামার ফলে রুম পরিবর্তন হয়নি।

কয়েকজন ছাত্র জানান, বিকট শব্দে পর পর ১৫ থেকে ২০টি শক্তিশালী হাত বোমা ও ৬/৭ রাউন্ড গুলীর বিস্ফোরণ ঘটে। প্রায় মধ্যরাতে ছাত্রাবাস অভ্যন্তরে এমন সশস্ত্র হামলার ফলে নিরীহ ছাত্ররা আতংকিত হয়ে পড়ে। অনেকে প্রাণভয়ে রুমের দরোজা-জানালা বন্ধ করে রাখে। হাঙ্গামার পরে শতাধিক দাঙ্গা পুলিশ ঐ ছাত্রাবাসের চারদিকে অবস্থান নেয়। গতকালও দিনভর ছাত্রাবাসের অভ্যন্তরে এমনকি বিভিন্ন রুমের সামনে বারান্দায় সশস্ত্র অবস্থায় দাঙ্গা পুলিশ টহল দেয়। রাতে পুলিশী টহল আরো জোরদার করা হয়।

এদিকে বোমার আঘাতে আহত ছাত্রলীগের ৪ জন কর্মীকে ঐ রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্টুডেন্ট ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। এরা কলেজের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। সবাই ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে থাকে। ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের মেডিকেল রিপোর্টার জান', আহতরা বর্তমানে আশংকামুক্ত।